সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন-IV
(সাকোস্যান-IV)
South Asian Conference on Sanitation-IV
(SACOSAN-IV)

৪র্থ দক্ষিণ এশিয়া স্যানিটেশন বিষয়ক সম্মেলন

"স্যানিটেশন জীবন মান উন্নত করে"

৪-৭ এপ্রিল, ২০১১

কলম্বো ঘোষণা

ফ্রেস ওয়াটার অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া-বাংলাদেশ

৪র্থ দক্ষিণ এশিয়া স্যানিটেশন বিষয়ক সম্মেলন গত ৪-৭ এপ্রিল, ২০১১ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে মন্ত্রী, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীগণ, কমিউনিটির সদস্য, সেক্টর প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবিগণ এবং স্কুলের শিশুরা অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিদের প্রধানগণের ঘোষণাঃ

১. আমরা মনে করি যে দক্ষিণ এশিয়ায় স্যানিটেশন ও হাইজিন পরিস্থিতি সংকটজনক। অধিকাংশ জনগণ অনুন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে অথবা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে এমন লোকের সংখ্যা অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় বেশি। গত স্যাকোসান (SACOSAN) সম্মেলন থেকে এই পর্যন্ত এ অঞ্চলে ৭৫০০০০ শিশু ডায়রিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছে যা নিশ্চিতভাবেই নিম্নমানের স্যানিটেশনের কারণে ঘটেছে।

২. স্যানিটেশন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমিউনিটির ক্ষমতায়ন একটি সম্ভাবনাময় খাত এবং উন্নয়নের জন্য এটি একটি শক্তিশালী প্রবেশ পথ (Entry point) হিসেবে স্বীকার করা।

৩. দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, স্যানিটেশন সংকট মোকাবেলার জন্য স্যাকোসান (SACOSAN) বিষয়ক রাজনৈতিক উদ্যোগের গতি বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। টেকসই স্যানিটেশনের জন্য বিশ্বব্যাপী পঞ্চ-বার্ষিক কার্যক্রম-এর প্রতি এই সম্মেলন দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে। স্যাকোসান সম্মেলনের ঢাকা (অক্টোবর ২০০৩), ইসলামাবাদ (সেপ্টেম্বর, ২০০৬), নয়াদিল্লী (নভেম্বর, ২০০৮) ঘোষণায় উন্নত স্যানিটেশন ও হাইজিনের যে সকল নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার প্রতি এই সম্মেলন পুনরায় দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে।

৪. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ও হাইজিন নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসন্ধানের প্রতি আমাদের যৌথ সমর্থন পুনঃ ঘোষণা করছি।

আমরা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের ঐকমত্য ও অঙ্গীকার পুনঃ ঘোষণা করছিঃ

ক. সাম্প্রতিক জাতিসংঘ ঘোষণার আলোকে স্যানিটেশন অধিকার অনুধাবন করে কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে, এমনকি আইন প্রণয়নে 'স্যানিটেশন অধিকার' এই উপলব্ধিতে উত্তরোত্তর কাজ করা।

খ. পূর্ববর্তী সকল SACOSAN অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সময় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সম্পদ বরাদ্দ ও সম্পদ আহরণ বা সংগ্রহ করা।

গ. স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রসারে সমতাভিত্তিক ও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন বিষয়ভিত্তিক করে স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচিতে শহর ও গ্রামের সবচেয়ে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আরও ভালভাবে চিহ্নিত করা, এ সকল কর্মসূচিতে যাদের জন্য অর্থের প্রয়োজন শুধু তাদেরকে স্বচ্ছতার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা, পরিবেশের সুরক্ষার বিষয়টিও বিবেচনায় আনা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে সক্রিয় হওয়া।

ঘ. স্কুলের WASH (ওয়াস) বৃত্তান্ত বাড়ানো, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক নতুন বা পুরাতন স্কুলে কার্যকর শিশু বান্ধব, কিশোর-কিশোরীদের জন্য পৃথক এবং কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থাসহ পায়খানা আছে।

ঙ. জাতীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে একটি সমন্বয় সংস্থা গঠন করা, যেখানে স্থানীয় পর্যায়, উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে অর্থ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, পানি, শিক্ষা, জেন্ডার এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল স্টেকহোল্ডারগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন, এছাড়া সংস্থায় অন্যান্য প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

চ. স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট পাবলিক সেক্টরে বাজেট বরাদ্দ করা।

ছ. ক্রমান্বয়ে উল্লেখযোগ্য হারে স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো।

জ. স্যানিটেশন খাতে জনগণের নিজস্ব অংশগ্রহণের গুরুত্ব স্বীকার করা, কমিউনিটির অংশগ্রহণে স্যানিটেশন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে কমিউনিটির ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, হতদরিদ্রদের সুরক্ষা করেই যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের স্যানিটেশন সমস্যার সমাধানসমূহের ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝ. ভূমিকা ও দায়িত্ব সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে এমন সমন্বিত মনিটরিং প্রক্রিয়া তৈরিতে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাপক (Indicator) ব্যবহার করা, উল্লেখিত মনিটরিং প্রক্রিয়ায় খানা ও কমিউনিটিসহ সকল স্তরের পদ্ধতি ও ফলাফল পরিমাপ করা যেখানে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এই মনিটরিং প্রক্রিয়ায় ফলাফলসহ (Outcomes) প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

ঞ. অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য বিশেষ উচ্চ পরিমাপক যেমনঃ হাত ধোয়া এবং কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার মত নির্দেশকগুলিকে মনিটরিং প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।

ট. স্যানিটেশন ও হাইজিনের সকল কর্মসূচি প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ের বিশেষ করে সবচেয়ে প্রান্তিক এলাকা ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক, অন্তর্ভুক্তিকরণ ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া পরিগ্রহণ করা।

ঠ. উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, শিক্ষা কারিকুলামের উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন, শিখন বিনিময় এবং অংশীদারিত্বের উন্নয়নসহ স্যানিটেশন ও হাইজিন বাস্তবায়নে দক্ষতা তৈরি ও শক্তিশালী করা।

ড. আমরা আবার যখন ২ বৎসর পর নেপালে মিলিত হবো তখন বিশেষভাবে কলম্বো ঘোষণা ও অন্যান্য স্যাকোসান অঙ্গীকারের বিষয়ে পর্যালোচনা করব। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে স্যাকোসান প্রক্রিয়ায় কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের সব পর্যালোচনা সভায় অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে আমরা আশাকরি তা স্যাকোসান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে।

ঢ. স্যাকোসান ১-এর সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত আন্তঃদেশীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের বাৎসরিক সভার মাধ্যমে প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা নিজস্ব প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্যাকোসান ৩-এর সম্মেলনে প্রস্তুতকৃত দিল্লী রোড ম্যাপের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন সমর্থন করা। এই ওয়ার্কিং গ্রুপ দিল্লী রোড ম্যাপের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করবে।

উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ব্যাংক, এক্সটার্নাল সাপোর্ট এজেন্সি এবং ব্যক্তিখাতকে আমাদের প্রয়াসে তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করতে, স্যানিটেশন ও হাইজিন উন্নয়নের কার্যক্রমে তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিতে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সহায়তাদানের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে আমরা পুনরায় আহবান জানাই।

স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়কে সার্কের কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে যুক্ত করতে আমরা আহবান জানাই।

উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পোস্ট-২০১৫-এর একটি নতুন জাতি বিষয়ে মূল্যায়নের সময় দক্ষিণ এশিয়ার স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতের বাস্তবতা বিবেচনা করতে এবং WHO (হু)/UNICEF (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রণীত যৌথ মনিটরিং কর্মসূচির সংশোধনের বিষয়ে বিবেচনা করতে, সমগ্র কমিউনিটিকে ফলাফলসহ মনিটরিং করার বিষয়ে বিবেচনায় নিতে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় কোথাও কোথাও উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান যৌথ ও কমিউনিটি পায়খানার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে আমরা জাতিসংঘকে আহবান জানাই।

সম্মেলন চমৎকারভাবে আয়োজনের জন্য এবং তাদের উদারতা ও আতিথেয়তার জন্য আমরা শ্রীলঙ্কা সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

কলম্বো, শ্রীলঙ্কা ৬ এপ্রিল, ২০১১

সেক্রেটারিয়েট:

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার

VERC

বি-৩০, এনায়েত উল্লাহ খান রোড, আবদপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০, বাংলাদেশ

টেলিফোন : ৮৮ ০২ ৭৭৪৪৪১২, ৮৮ ০২ ৭৭৪২০২৯, ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৭৭৪৩৭৭১

ই-মেইল : info@verc.org, verc@bangla.net, ওয়েবসাইট : http://www.verc.org